দামুড়হুদার সুবলপুরে সরকারি ড্রেনের উপর ইট গেঁথে কাঁটাতারের বেড়া

দামুড়হুদার সুবলপুরে সরকারিভাবে নির্মাণকৃত ড্রেনের উপর ইট গেঁথে কাঁটাতারের বেড়া দেয়ার অভিযোগ উঠেছে আবু বক্কর ছিদ্দিক নামে ব্যক্তির বিরুদ্ধে। আবু বক্কর সিদ্দিক দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবলপুর গ্রামের মৃত নজির হাজির ছেলে।

এলাকাবাসীর অভিযোগের পেক্ষিতে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবলপুর গ্রামের আবু বক্কর ছিদ্দিক গত কয়েকদিন আগে সরকারিভাবে নির্মাণকৃত পানি নিষ্কাশনের ড্রেনের উপর প্রভাব খাটিয়ে ইট গেঁথে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে। স্থানীয়রা সরকারি স্থাপনার উপর ইট গেঁথে কাঁটাতারের বেড়া দিতে নিষেধ করলে সে তাদের কথার কোনো তোয়াক্কা না করেই ইটের গাঁথুনির উপর কাটাতারের বেড়া দেয়। যার ফলে ওই রাস্তায় চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

এবিষয়ে আবু বক্কর ছিদ্দিক বলেন, আমি আমার জমির উপর নির্মাণকৃত ড্রেনের উপর ইট গেঁথে আমি খু্টরি গায়ে কাটাতার দিয়ে বেঁড়া দিয়েছি। এখানে কারো কোনো সমস্যা তো হওয়ার কিছু দেখছি না। আপনাদের সমস্যা কিসের।

এবিষয়ে কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বলেন, বিষয় টা আমার জানা নেই , আপনাদের কাছে শুনলাম আমি আগামীকাল ঘটনা স্থলে নিজে যাব যদি সত্যতা মেলে তাহলে আইনে যে ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে রঘুনাথপুর একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের ১০ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ১০ম ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে লোকনাথপুর একাদশ বনাম রঘুনাথপুর একাদশ।

খেলায় লোকনাথপুর একাদশ কে ৫-০গোলে হারিয়ে প্রথম রাউন্ডে বিদায় জানালো রঘুনাথপুর একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি ১৯৬১ সালের জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের গোল রক্ষক মুন্নাফের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় রঘুনাথপুর একাদশের ১০নং জার্সি পরিহিত দিপু কে।

প্রধান অতিথি ৯০ বছর বয়সের গোল রক্ষক মুন্নাফ বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। একজন ভালো খেলোয়াড় হতে হলে, সেই ব্যক্তিকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে, আর প্র্যাকটিস ছাড়া কোন কিছুর ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। যারা যত প্র্যাকটিস করেছে তারা তত জয় লাভ করেছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিরাজুল ইসলাম মাস্টার, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো,মালেক ভুঁইয়া, আব্দুল খালেক, রাজীব, স্বপন, রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন,

সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ ও আজমল।

দামুড়হুদার পুরাতন বাস্তপুর গ্রামে জলাবদ্ধতা নিরসনে উপজেলা চেয়ারম্যান

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের পলাশ পাড়ার বাসিন্দাদের জলাবদ্ধতায় আটকে থাকা পানি নিষ্কাশনের সমাধান ও দ্রুত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু।

গতকাল শুক্রবার বেলা ৫টার দিকে তিনি পানি আটকে থাকার স্থান সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তাৎক্ষণিক ভাবে তিনি পানি নিষ্কাশন এর জন্য শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি সেকে বাইরে বের করে দিয়ে এর সমাধান করে দেন। সেই সাথে গ্রামবাসীর যেন চলাফেরা বা কাজকর্মে কোন প্রতিবন্ধকতা তৈরি না হয় তার জন্য স্থায়ীভাবে পানি নিষ্কাশনের জন্য দ্রুত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নেন।

হাউলী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি সিরাজ বলেন, এখানে প্রায় দুই মাস পানি আটকে আছে। খবর পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনসুর বাবু ঘটনাস্থলে এসে শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি থেকে বাইরে ফেলে দেন এবং আগামী এক মাসের মধ্যে স্থায়ীভাবে ড্রেনেজ ব্যবস্থা করে দেবেন বলে জানিয়েছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগ নেতা অপু সরকার, সবুজ। স্থানীয় বাসিন্দা আবু তালেব, শহিদুল ইসলাম, মিজানুর রহমান সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে উকতো একাদশ জয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডের ৯ম ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল ৪টায় জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে। টুর্নামেন্টের ৯ম ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে গোবিন্দহুদা একাদশ বনাম উকতো একাদশ। খেলায় গোবিন্দহুদা একাদশ কে ২-০গোলে হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় উকতো একাদশ। দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়ার হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় উকতো একাদশের ৭নং জার্সি পরিহিত রাজা কে।

প্রধান অতিথি আমজাদ মিয়া বলেন, আমি মনে করি প্রতিটি শিক্ষার্থী লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা করা অপরিহার্য, খেলাধুলা করিলে শরীর মন সুস্থ ও সবল থাকে। তাই প্রতিটি মানুষের খেলাধুলা করার প্রয়োজন আছে। নিয়মিত খেলাধুলা করিলে শরীরকে রোগবালাই ও মাদকাসক্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়। একজন ভালো খেলোয়াড় হতে হলে, সেই ব্যক্তিকে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে, আর প্র্যাকটিস ছাড়া কোন কিছুর ভালো ফলাফল আশা করা যায় না। যারা যত প্র্যাকটিস করেছে তারা তত জয় লাভ করেছে।

জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, সিরাজুল ইসলাম মাস্টার, সামসুল আলম, গোলাম সরোয়ার ছোটো,মালেক ভুঁইয়া, আব্দুল খালেক, রাজীব, স্বপন, রাশেদুল ইসলাম রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ। ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ ও আজমল।

দামুড়হুদায় জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস পালিত

দামুড়হুদায় জাতীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা বিএডিসির সভাকক্ষে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।
দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সানজিদা বেগমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা মডেল থানার পরিদর্শক অপারেশন বাবর আলী,কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল করিম, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সাকী সালাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার রাফিজুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মডেল কেয়ার টেকার আসাদুজ্জামান আসাদ।
এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় অফিসার হারুন-অর-রশিদ, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, উপজেলা পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মানেজার রুবেল আহমেদ, উপজেলা আইসিটি প্রোগ্রামার আরিফুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসের সিএ ফয়জুল করিম সহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে ভোটার হালনাগাদ শুরু

চুয়াডাঙ্গা জেলা নির্বাচন অফিসের উদ্যেগে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে তিনদিন ব্যাপি ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টা পর্যন্ত ভোটার হালনাগাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

জানাগেছে, ০৬ অক্টোবর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত হাউলি ইউনিয়ন

পরিষদের ৯ টি ওয়ার্ডে যথাক্রমে ভোটার হালনাগদের কাজ চলবে।

বৃহস্পতিবার ১,২,৩ নং ওয়ার্ডে,শুক্রবার ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডে ও শনিবার ৭,৮,৯ নং ওয়ার্ডে ভোটার হালনাগাদের কাজ চলবে ভোটার হালনাগাদের প্রথমদিনেই পুরুষ ৪ শত ১৭জন ও মহিলা ৩ শত ৫৫ জনকে ভোটার তালিকার জন্য লিপিবদ্ধ হয়।

জেলা নির্বাচন অফিসের আওতাধীন অস্থায়ী নিয়োগে উক্ত ভোটার হালনাগাদ কার্যক্রমে টিম লিডার মিজানুর রহমানের তত্ত্বাবধানে ৮ জনের একটা টিম নিয়ে চলছে নতুন ভোটার হালনাগাদ।

সার্বিক সহযোগিতা করেন হাউলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন, সচিব নাঈম উদ্দীনসহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যরা।

কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেন আশিকুর রহমান, সাওদা, ইকবাল, রকিবুল, ইকরামুল, ইয়ামিন, রাশেদ, প্রিন্স।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন দিবস পালিত

জন্ম নিবন্ধন একবার, বিড়ম্বনা নয় বার বার, এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে শূন্য থেকে ৪৫ দিনের শিশুদের বিনা মূল্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ক্যাম্পেইন দিবস পালিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টার দিকে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিনের সভাপতিত্বে: আনুষ্ঠানিকভাবে এ ক্যাম্পেইন দিবস পালন করা হয়।

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম উদ্দিনের সঞ্চালনায় এ সময় উপস্থিত ছিলেন, ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম, শাহাজামাল, রিকাত আলী,

জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা,আব্দুল হান্নান পটু, সাবিনা ইয়াসমিন মিনি, রওশনারা, রহিমা খাতুন। উদ্যোক্তা মিনারুল ইসলাম, রাসেল আহমেদ, কম্পিউটার অপারেটর মাহমুদা পারভীন ও সৌরভ।

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম উদ্দিন বলেন, সরকার আমাদের প্রতি মাসে তার্গেট দিয়েছে জন্ম নিবন্ধন ৬৯টি আর মৃত্যু নিবন্ধন ১৭ টি আর আমাদের ০১ তারিখ থেকে ০৫ তারিখ পর্যন্ত জন্ম নিবন্ধন হয়েছে ৮০টি, আর মৃত্যু নিবন্ধন হয়েছে ১২টি।

তিনি আরো বলেন, আমরা গ্রাম পুলিশ দিয়ে যাদের ০ থেকে ৪৫ দিন বয়স হয়েছে তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য নিয়ে তাদের জন্ম নিবন্ধন সনদ করে দেওয়া হচ্ছে। ১তারিখ হতে ০৬ তারিখ পর্যন্ত এ ক্যাম্পেইন চলমান থাকবে। সেই সঙ্গে ০ হতে ৪৫দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিশুর জন্মনিবন্ধন করা হবে এবং উক্ত নিবন্ধনকারীদের ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে উপহার প্রদান করা হবে।

এদিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই জন্ম ও মৃত্য নিবন্ধন না করলে আর্থিক ও সরকারি বেসরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত হবে ইউনিয়নবাসী৷

দামুড়হুদায় হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী ঝাপান খেলা

দামুড়হুদা সদরে বেগোপাড়ায় হয়ে গেল গ্রাম বাংলা’র ঐতিহ্যবাহী বিষধর সাপ নিয়ে ঝাঁপান খেলা।

গতকাল বুধবার সারাদিন ভর মেহেরপুর জেলার বলিয়ার পুরের সাপুড়ে দল এবং চুয়াডাঙ্গার তারিনীপুর গ্রামের সাপুড়ে দল।

এই দুই দল সাপুড়ে দলের অর্ধশতাধিক সাপের মধ্যে নিজেকে সেরা প্রমাণ করতে প্রতিটি সাপ প্রদর্শন করে নিজেদের আকর্ষণীয় কলাকৌশলে। আর এ দুর্লভ দৃশ্য দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন দর্শনার্থীরা। মানুষকে এ আনন্দ দেওয়াটাই যেন সাপুড়েদের মূল উদ্দেশ্যে।

দুপুরের পর থেকেই ঝাপান খেলা দেখতে দামুড়হুদা বেগো পাড়ায় ভিড় করে শত শত মানুষ। বাদ্যের তালে তালে সাপুড়েকে নিজে নাচতে হয় আর সঙ্গে ফনা তুলে সাপও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে। সাপুড়ের ইশারায় সাপের এই অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন মানুষকে দেয় অনাবিল আনন্দ। আর তাই এই দুর্লভ দৃশ্য দেখতে দূরদুরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন দর্শনার্থীরা।

চুয়াডাঙ্গা থেকে আসা চামেলী বেগম নামের এক গৃহবধূ বলেন, আমি জীবনের প্রথম ঝাপান খেলা এখানে এসে দেখছি। আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি চাইব এ ধরনের আয়োজন যেন প্রতি বছর করা হয়। সাদিয়া আফরিন নামের অপর এক গৃহবধূ বলেন, আমি শহরে থাকি। ঝাপান খেলার কথা শুনে আমার বাচ্চাদের নিয়ে এসেছি। আমিও দেখছি আমার বাচ্চারাও দারুণ উপভোগ করছে। সাপ সম্পর্কে ওদের ধারণা হচ্ছে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হযরত আলী বলেন, বিভিন্ন এলাকা থেকে বয়োবৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, শিশুরা উপস্থিত থেকে নিবিড় দৃষ্টিতে সাপের খেলা উপভোগ করেন। এই খেলাকে ঘিরে এখানে সৃষ্টি হয় উৎসবের আমেজ। গ্রামবাংলার ঐতিহ্য যে এত মনোমুগ্ধকর, ঝাপান খেলা না দেখলে বোঝা যাবে না।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের তারিনী পুর গ্রাম থেকে আসা নজরুল ইসলাম নজু সাপুড়ে বলেন, মূলত আমাদের পেশা এটা না। আমরা মানুষকে আনন্দ দিয়। আর খেলা করে আনন্দ পাই। এ জন্যই দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ঝাপান খেলা করি।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সামসুল আলম বলেন, চিরায়ত বাংলার ঐহিত্যবাহী এ খেলা দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে। হারিয়ে যাওয়া এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে আর এলাকার মানুষকে একটু আনন্দ দিতেই এ আয়োজন।

খেলায় মেহেরপুর বলিয়ার পুর সাপুড়ে দলকে হারিয়ে দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের তারিনী পুর গ্রামের নজু সাপুরের দল প্রথম হয়।

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিষধর সাপ নিয়ে ঝাপান খেলাটি আয়োজক করেন, দামুড়হুদা সদরের বেগো পাড়ার ভানুমতি।

দামুড়হুদায় বিভিন্ন পূজা মন্ডপ সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন এমপি টগর

দামুড়হুদায় বিভিন্ন পূজা মন্ডপ সরেজমিনে পরিদর্শন করলেন চুয়াডাঙ্গা ০২- আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে গতকাল রাতে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ছোট দুধ পাতলা গ্রামের সার্বজনীন পূজা মন্দির, ডুগডুগি গ্রামের, শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির, জয়রামপুর দাশপাড়ার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দির, দামুড়হুদা মালোপাড়া মাতৃ মন্দির, ও দাসপাড়া দূর্গা মন্দির সরেজমিনে পরিদর্শন করেন চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের মাননীয় সাংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

পূজা মন্ডপ পরিদর্শন কালে সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শারদীয় দুর্গা উৎসবের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তিনি সকলকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্নে পূজা উদযাপনের পরিবেশ বজায় রাখার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, দামুড়হুদা উপজেলায় উৎসবমুখর পরিবেশে পূজা উদযাপন হচ্ছে। সকল পূজামণ্ডপের আয়োজন খুব সুন্দর মনে হয়েছে। পূজার নিরাপত্তায় থানা পুলিশের সদস্যরা কাজ করছেন। পাশাপাশি প্রতিটি পূজা মণ্ডপে স্থায়ীভাবে আনসার-ভিডিপি কাজ করছেন। সকলের সহযোগিতায় শান্তিপূর্ণভাবে পূজা শেষ হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এসময় তিনি জয়রামপুর দাশপাড়ার শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ মন্দির এর উন্নয়নের জন্য ১০ লক্ষ টাকা অনুদান ঘোষণা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হযরত আলী, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন,হাউলী

ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আলী আহম্মদ সোনা, সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ খোকন, আওয়ামী লীগ নেতা মিল্টন,হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য শহিদুল ইসলাম,শাহাজামাল,রিকাত আলী, জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা,আব্দুল হান্নান পটু,দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সামসুল আলম, জেলা যুবলীগ নেতা আব্দুস সালাম ভুট্টো, উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আবদুল হান্নান ছোট,হাউলী ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি আয়ুব আলী স্বপন, প্রচার সম্পাদক কামরুল ইসলাম মিফতা, হাউলী ইউনিয়ন ছাত্রলীগের ১ নং যুগ্ন আহ্বায়ক রায়হানুল ইসলাম রায়হান, ছাত্রলীগ নেতা অপু সরকার, দামুড়হুদা উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের আহ্বায়ক আনন্দ ঘোষ, মন্দির কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ সকল সনাতন ধর্মাবলম্বীগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টে তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাব বিজয়ী

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাব ফুটবল টুর্নামেন্টের ৬ষ্ঠ ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জয়রামপুর ইউথ ক্লাব মাঠে টুর্নামেন্টের ৬ষ্ঠ ম্যাচে মুখোমুখি মাঠে নামে তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাব বনাম লোকনাথপুর একাদশ। খেলায় লোকনাথপুর একাদশ কে ১-০গোলে হারিয়ে জয়ের লক্ষে পৌঁছে যায় তারিনীপুর ইয়াংষ্টার ক্লাব।

দামুড়হুদার জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সভাপতি জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে ম্যাচ শেষে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার বিতরণ করা হয়।

জয়রামপুর গ্রাম বাসীর আয়োজনে বিশেষ অতিথি সামসুল আলমের হাত থেকে ম্যাচটির ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের পুরষ্কার তুলে দেয়া হয় তারিনীপুর

ইয়াংষ্টার ক্লাবের অধিনায়ক ১০নং জার্সি পরিহিত রায়হান কে । জয়রামপুর ইয়ুথ ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল বিন আহমদের ব্যবস্থাপনায় এসময় উপস্থিত ছিলেন, রাজীব, স্বপন,রনি, হাফিজুর, আরিফ, নাজির, মুসা, হাসিবুল, সামসুল হক সহ ক্লাবের সকল সদস্য বৃন্দ সহ গণমান্য ব্যক্তিবর্গ। ম্যাচটিতে রেফারির দায়িত্ব পালন করেন একরামুল হাসান নিপুন, সহকারী রেফারি ছিলেন তারিকুল ইসলাম ও সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস। ধারাভাষ্যকার ছিলেন, রাশেদ, আজমল।